বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ) সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

উপস্থাপনায়ঃ
শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
তোপখানা, সিলেট
মোবাইলঃ ০১৭৭৭-৪০০-৯৫৯
ই-মেইলঃ ashaheen11921@gmail.com
uddsylhet@yahoo.com

Content: Collected

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Edited

উপস্থাপনার রূপরেখা

1. কর্মসম্পাদন (Performance) ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার (Performance Management) ধারণা
2. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি’র (APA) প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
3. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন
4. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
5. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন
6. এপিএ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ
7. ভবিষ্যত করণীয় ও চেকলিস্ট

Edited

1. কর্মসম্পাদন (Performance)

"একটি নির্ধারিত সময়ে কোনো প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যমাত্রার যতটুকু অর্জন করতে পারে তাই তার পারফরমেন্স"

Edited

মূলবিন্দু/ ফোকাস

‘যেখানে জবাবদিহি থাকেনা সেখানে কোনো দায়িত্বও থাকে না’

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

এটি ব্যবস্থাপনার একটি প্রায়োগিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার-

- পদ্ধতি (System)
- সম্পদ (Resources) ও
- কর্মী (Personnel)

এই তিনটি বিষয়কে সুসংবদ্ধ করে সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করে থাকে।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দক্ষ ও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন এবং সামগ্রিকভাবে পারফরমেন্সের উন্নয়ন।

কর্মসম্পাদন পদ্ধতি

কাজের ফলাফল কি কোনো গুরুত্ব বহন করে?

পদ্ধতি বনাম ফলাফল

‘পদ্ধতি ছাড়া ফলাফল ‘ভাগ্য’ আর ফলাফল ছাড়া পদ্ধতি ‘অপচয়’ ছাড়া কিছুই নয় ’

বাংলাদেশে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিবর্তন

Edited

2. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রেক্ষাপট

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, ২০০০-এর প্রতিবেদন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-এ কর্মকৃতি নিরীক্ষার সুপারিশ;
- অর্থ বিভাগের **MTBF**-এর আওতায় নির্ধারিত **(KPI)**; এবং
- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়ন, ধারা-২০।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কি?

একটি সরকারি দপ্তর নির্দিষ্ট অর্থবছরে নিজস্ব কার্যতালিকা এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনার আওতায় যেসকল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তার লিখিত বিবরণ সম্বলিত সমঝোতা দলিলই হলো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির গুরুত্ব

- বাংলাদেশের সংবিধান (দ্বিতীয় অধ্যায়): পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১): ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং সুশাসন
- নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮: দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (১৬.৬): সকল ক্ষেত্রে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

কর্মসম্পাদন চুক্তির গুরুত্ব..চলমান

একটি ভাল কর্মসম্পাদন চুক্তি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে:-

- প্রতিষ্ঠানটি কী লক্ষ্য অর্জন করতে চায়?
- লক্ষ্য অর্জনে কর্মচারীদের কার কী ভূমিকা রয়েছে?
- দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের কী দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন?
- তাদের পারফরমেন্সের স্ট্যান্ডার্ড কেমন হওয়া উচিত?
- কীভাবে তারা তাদের পারফরমেন্সের উন্নয়ন ঘটাতে পারে?
- তারা কেমন পারফর্ম করছে? এবং
- পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে তাদের করণীয় কি?

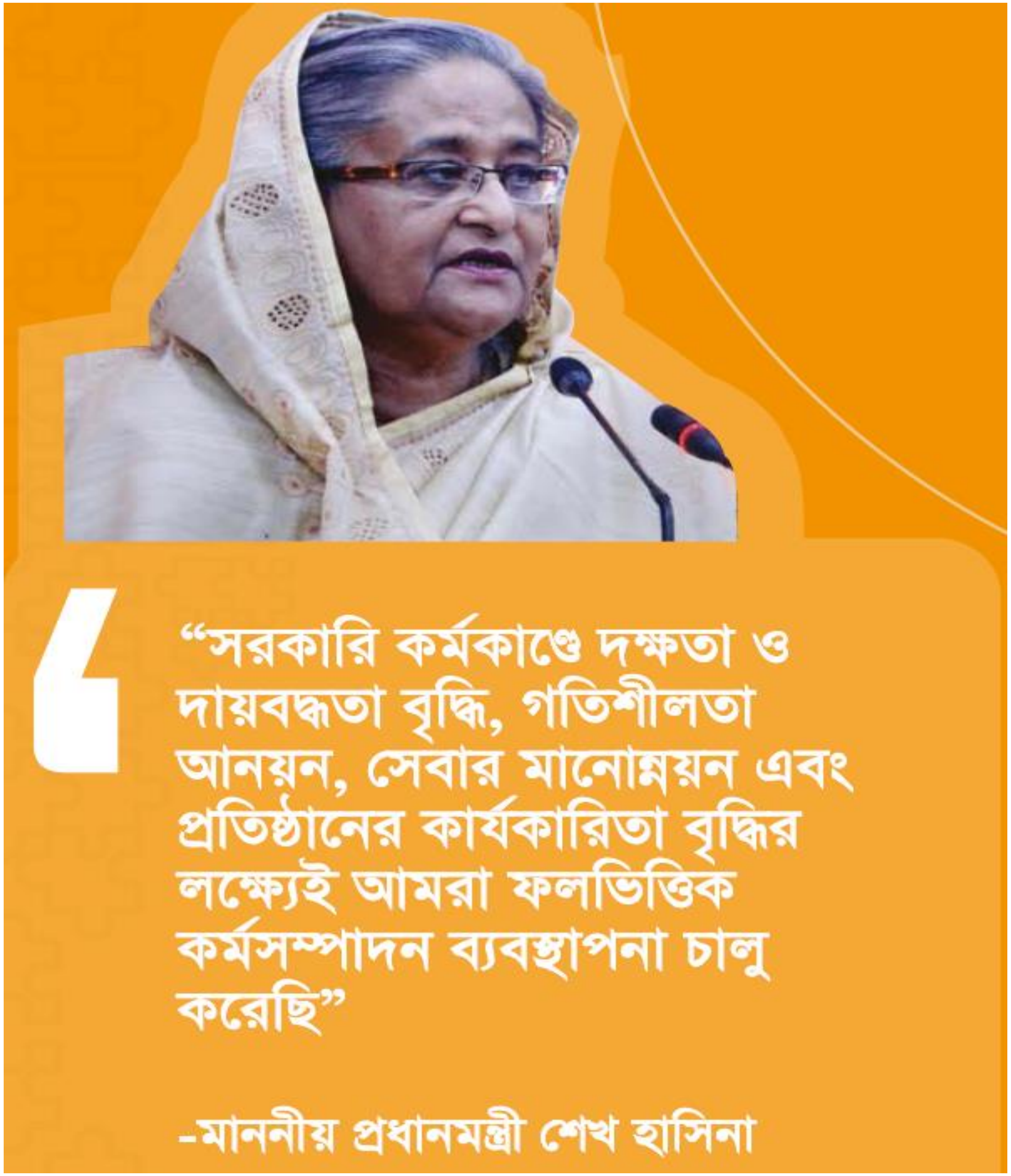
“সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও
দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা
আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং
প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির
লক্ষ্যেই আমরা ফলভিত্তিক
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালু
করেছি”
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কর্মসম্পাদন চুক্তির উদ্দেশ্য

- সরকারি কর্মকাণ্ডে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
- কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর হতে ফলাফল নির্ভর করা
- কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসম্পাদন
- কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন পর্যায়ে চুক্তি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মন্ত্রণালয় বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মধ্যে
দপ্তর/সংস্থা	মন্ত্রণালয় বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের মধ্যে
মাঠ পর্যায়	অধঃস্তন অফিসের সঙ্গে উর্ধ্বতন কার্যালয়ের

চুক্তির মেয়াদ প্রতিক্ষেত্রে ০১ বছর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সম্প্রসারণ

এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিস

২২,৬৫০
মাঠ পর্যায়ের অফিস

৫২
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

২৩,১৪৮

৪৬
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

৪০০
দপ্তর/সংস্থা

এছাড়াও ৬৫,৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এপিএ স্বাক্ষর করছে

Edited

3. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের এপিএ’র নম্বর বিভাজন

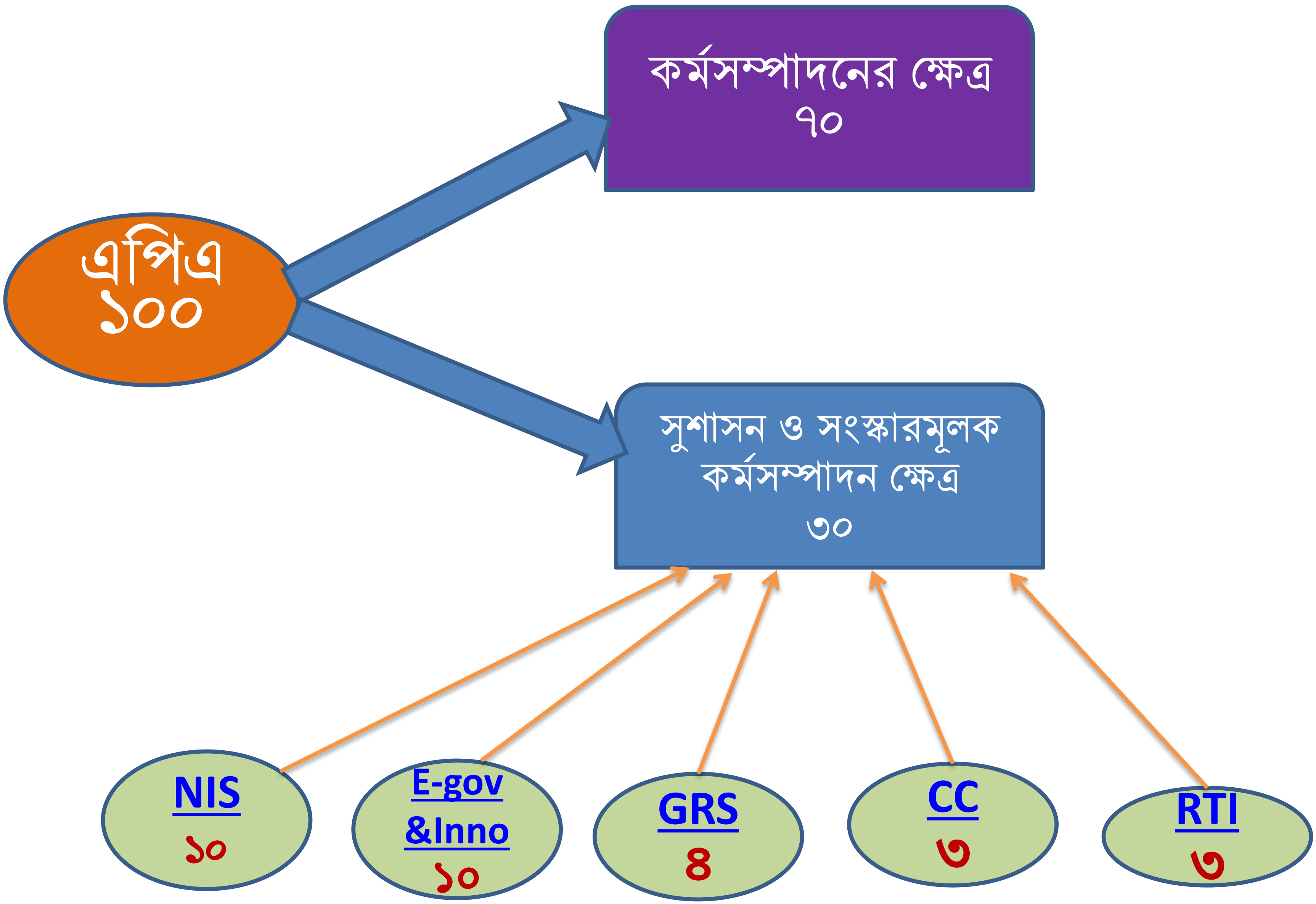

বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার নম্বর বিভাজন এবং এপিএ-তে ওয়েটেজ

কর্মপরিকল্পনা	মোট নম্বর	এপিএ-তে ওয়েটেজ
শুদ্ধাচার	৫০	১০
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	৫০	১০
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	২৫	৩
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	২৫	৪
তথ্য অধিকার	২৫	৩

এপিএ বাস্তবায়ন চক্র

এপিএ প্রস্তুতিতে বিবেচ্য

4. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

এপিএ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

- স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার সমন্বয় সভায় আলোচনা
- বিশেষ পর্যালোচনা সভা
- এপিএ টিমের সভা
- ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
- অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন

Edited

5. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন

এপিএ মূল্যায়ন

- সর্বমোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হয়
- ষান্মাসিক মূল্যায়ন
- বার্ষিক মূল্যায়ন
- মূল্যায়ন প্রমাণকভিত্তিক (Evidence based) হয়ে থাকে
- সেরা অফিসকে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান করা হয়

এপিএ’র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি
- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা কমিটি
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৫-৭ সদস্যের এপিএ টিম
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৩ সদস্যবিশিষ্ট এক্সপার্ট পুল
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ বাস্তবায়ন টিম

এপিএ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের জন্য এপিএ গাইডলাইনস প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন;
- এপিএ বাস্তবায়নকারী অফিসসমূহের সক্ষমতার উন্নয়ন;
- এপিএএমএস সফটওয়্যার এর ব্যবস্থাপনা;
- এপিএ'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ মূল্যায়ন;
- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন।

এপিএ সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি

- এপিএ সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান;
- এপিএ বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- চলতি অর্থবছরের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসকে এপিএএমএস সফ্টওয়্যার-এর আওতায় আনার বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- জেলা পর্যায়ে এপিএ কমিটির কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান;
- বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় বিভাগের এপিএ'র সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য এপিএ, এপিএএমএস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা এবং উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সুপারিশ প্রেরণ।

এপিএ সংক্রান্ত জেলা কমিটি

- এপিএ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান;
- এপিএ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ের সকল অফিসের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- উপজেলা পর্যায়ে এপিএ কমিটির কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের এপিএ'র সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য এপিএ, এপিএএমএস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা এবং উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে বিভাগীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ।

Edited

6. এপিএ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

এপিএ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- সরকারি কর্মচারীদের মানসিকতা;
- সক্ষমতার অভাব;
- সহজ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রবণতা;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে দুর্বলতা;

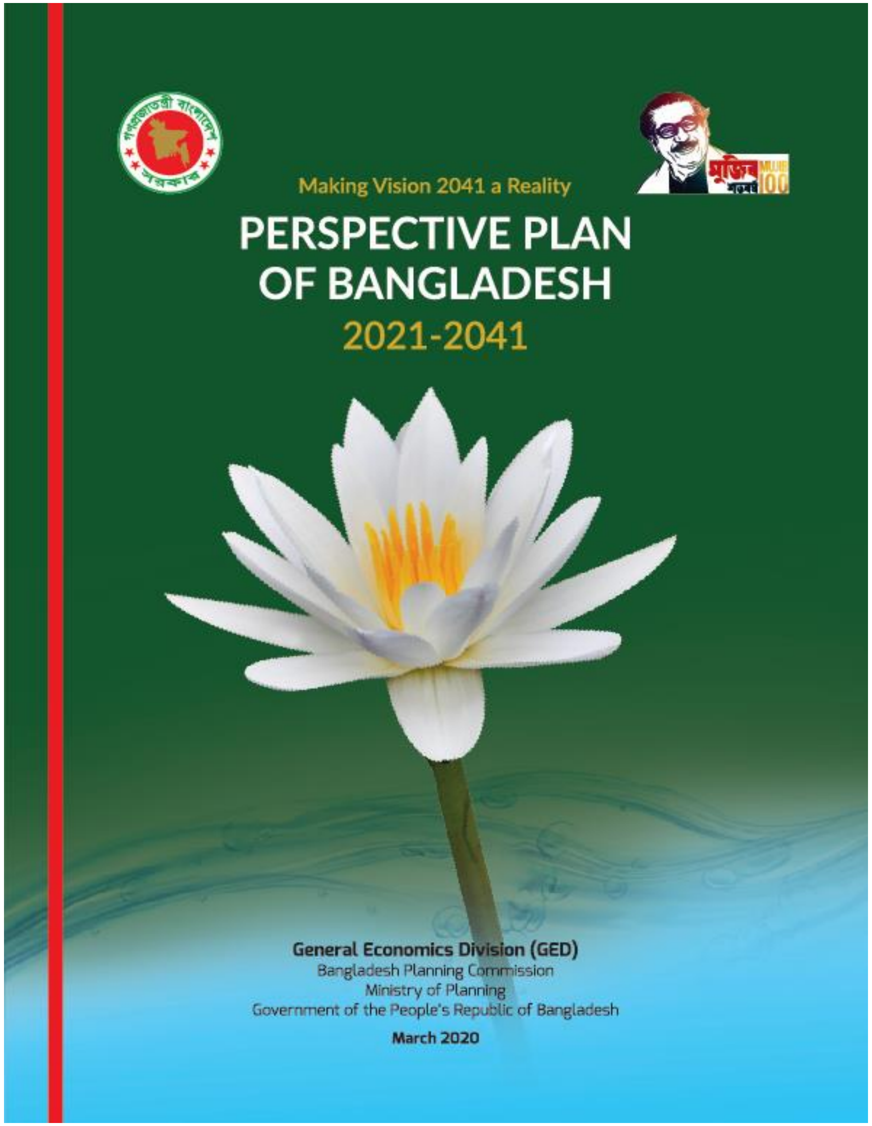

২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই।

কিন্তু কীভাবে??

উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'APA'

Edited

7. ভবিষ্যত করণীয় ও চেকলিস্ট

বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য

- ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএর খসড়া প্রণয়ন করে উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ ;
- ৩০ জুনের মধ্যে আওতাধীন অফিসের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর সম্পন্ন করা;
- নাগরিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বের সঙ্গে এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করা;
- আওতাধীন অফিসসমূহের এপিএ'র যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- নিজ অফিসসহ আওতাধীন অফিসসমূহকে এপিএএমএস সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- যে কোনো প্রয়োজনে বিভাগীয় এপিএ কমিটির সহায়তা গ্রহণ;
- সকলের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন।

প্রশ্ন????????

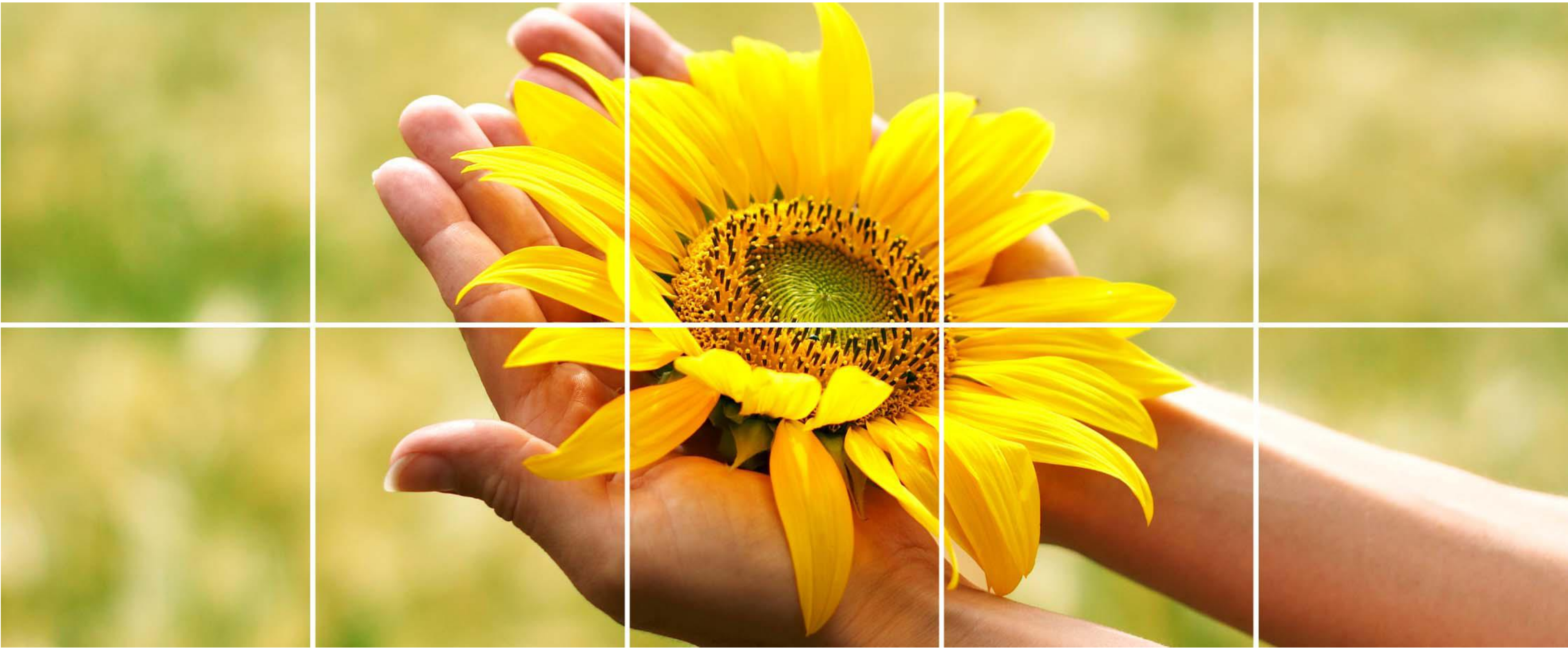

THANKS for listening……